আর. ডি. বনশল নিবেদিত

প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট (প্রাঃ) লিঃ-এর

শেষ পর্য্যন্ত

পরিচালনা · সুধীর মুখার্জী

Studio XL

প্রোডাকসন্ সিণ্ডিকেট (প্রাঃ) লিমিটেডের অবদান

শেষ পর্য্যন্ত

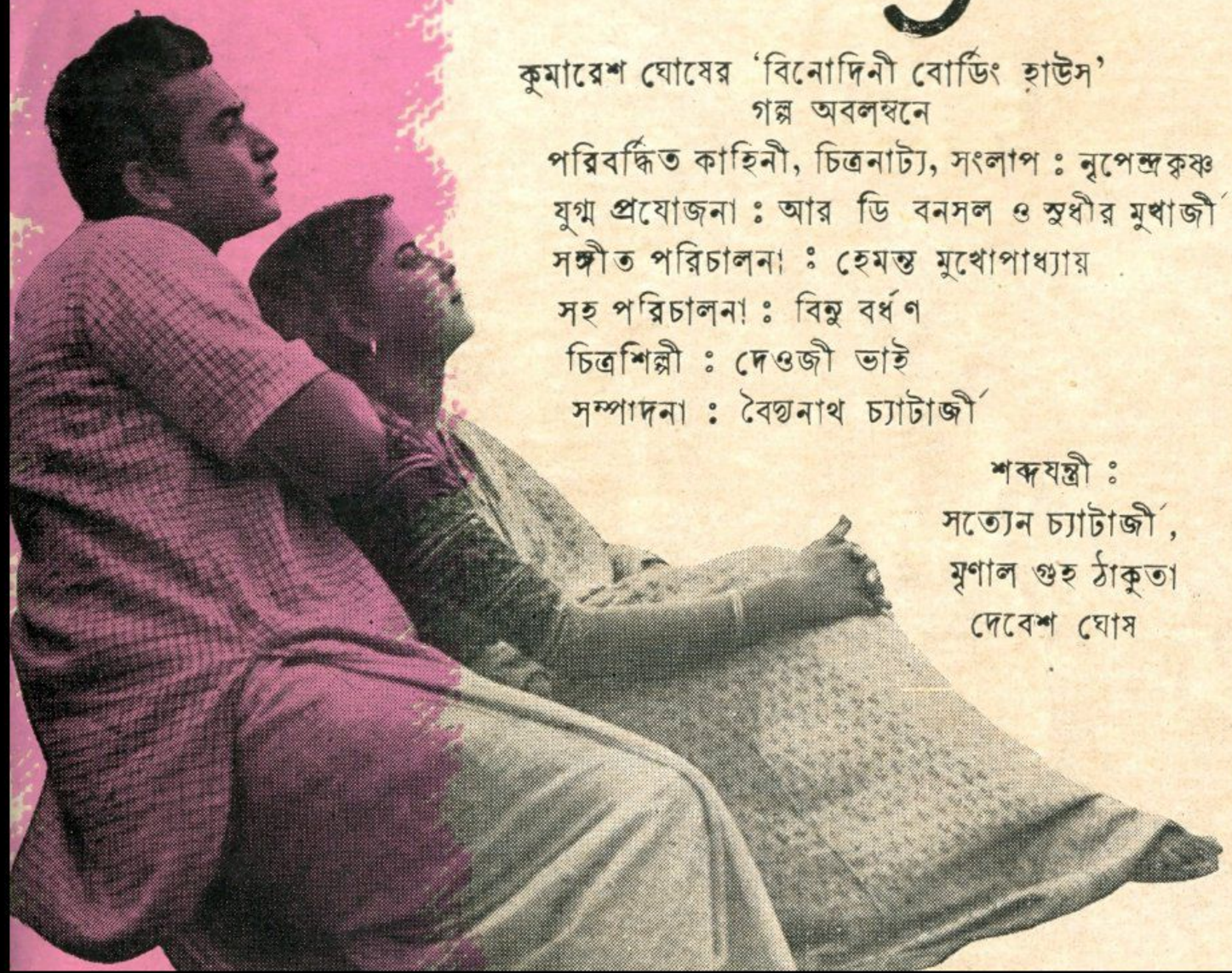

কুমারেশ ঘোষের 'বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস'
গল্প অবলম্বনে

পরিবর্দ্ধিত কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ
যুগ্ম প্রযোজনা : আর ডি বনসল ও সুধীর মুখার্জী
সঙ্গীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
সহ পরিচালনা : বিনু বর্ধণ
চিত্রশিল্পী : দেওজী ভাই
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী

শব্দযন্ত্রী :
সত্যেন চ্যাটার্জী,
মৃণাল গুহ ঠাকুতা
দেবেশ ঘোষ

শিল্পনির্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী ◦ রূপসজ্জা : শক্তি সেন
ব্যবস্থাপনা : রবীন ব্যানার্জী ◦ স্থিরচিত্র : তরুণ গুপ্ত
সজ্জা : দাশরথি দাস ◦ আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য
রসায়ণাধ্যক্ষ : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জী ◦ গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ◦ কণ্ঠসংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অমল মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : রবীন ব্যানার্জী, সুদীপ মজুমদার,
সরিৎ ব্যানার্জী. ব্রজেন বন্দোপাধ্যায়।
চিত্রশিল্পী : সত্য রায়, সৌমেন্দু রায়, কৃষ্ণধন চক্রবর্তী
শব্দযন্ত্রী : রবীন সেনগুপ্ত, বিষ্ণু, কালী ও মহাদেব।
সংগীত পরিচালনায় : সমরেশ রায় ◦ সম্পদনা : রবীন সেন
রূপসজ্জা : পাঁচু দাস ◦ ব্যবস্থাপনা : প্রণব চ্যাটার্জী, অরুণ দাস, গুণধর ◦ শিল্পনির্দেশ : সুবোধ দাস
আলোক সম্পাত : ভবরঞ্জন, অনিল, সুভাস।
প্রচার : শৈলেশ মুখোপাধ্যায় ◦

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর· সি· এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।
যন্ত্র-সংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
ধন্যবাদ জ্ঞাপন : ভিক্টোরিয়া ক্লাব (পুরী)
পি আর ও, সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়েজ।
একমাত্র পরিবেশক : আর ডি· বি এণ্ড কোং
লোটাস সিনেমা বিল্ডিং, কলিকাতা।

—রূপায়ণে—

ছবি বিশ্বাস, কালী ব্যানার্জী, জীবেন বোস, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, শীতল, তমাল, শৈলেন, ক্ষিরোদ মুখোঃ, প্রফুল্ল বন্দ্যোঃ, মলয়, অরুণ, শঙ্কর, অনিল, চন্দন, শিশির, প্রশান্ত, সরিৎ, আশু, সুদীপ, ঋষি, লাবন্য, ভানু, সতীশ, সরল, মাঃ স্বপন, অনুভা গুপ্তা, রেনুকা রায়, গীতা দে, সন্ধ্যাদেবী (বড়) অজন্তা, আরতি, আল্পনা, নবাগতা সুলতা চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

কাহিনী

স্ত্রীর গঞ্জনায় ক্ষিপ্ত হয়ে বিশ্বাস কলকাতায় এলো... লেখাপড়া শিখে তিনটে লোকের অন্নসংস্থান করতে পারলো না ?

ভাগ্নী মিনুকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বাসগিন্নী কলকাতায় এলেন এবং মেস থেকে স্বামীকে উদ্ধার করে একটা ছোট ঘর ভাড়া নিলেন···জমানো যা সামান্য পুঁজি ছিল রেগে স্বামীর হাতে তুলে দিলেন.....

মামা-মামীর নিত্য ঝগড়ার মধ্যে মিনু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে...মামার সঙ্গে তাকেও মামীর বাক্য-বাণ সহ্য করতে হয়, কারণ সে সব সময় মামার পক্ষই অবলম্বন করতো...বেকার হলেও সেই আদর্শবাদী সরল বলিষ্ঠ লোকটীকে মিনু পরম শ্রদ্ধা করতো...

এমন সময় গৃহ-শিক্ষকের কাজ নিয়ে বিশ্বাস চলে এলো পুরীতে মামী শেলাই-এর কাজ করে কিছু কিছু রোজগার করেন··গেঁয়ো মেয়ে হলে হবে কি ? মনে দুরন্ত পণ, যেমন করে হোক্ নিজের পায়ে দাঁড়াতে হ'বে.....

মিনু মামীকে সাহায্য করে আর গলির কলেজ-ছেলেদের মেস-বাড়ী থেকে ভেসে-আসা পানুর গান শোনে...অকস্মাৎ একদিন তাদের একটু করে আলাপও হয়ে যায়·· কাঠে কাঠে যেমন আলাপ হয়...

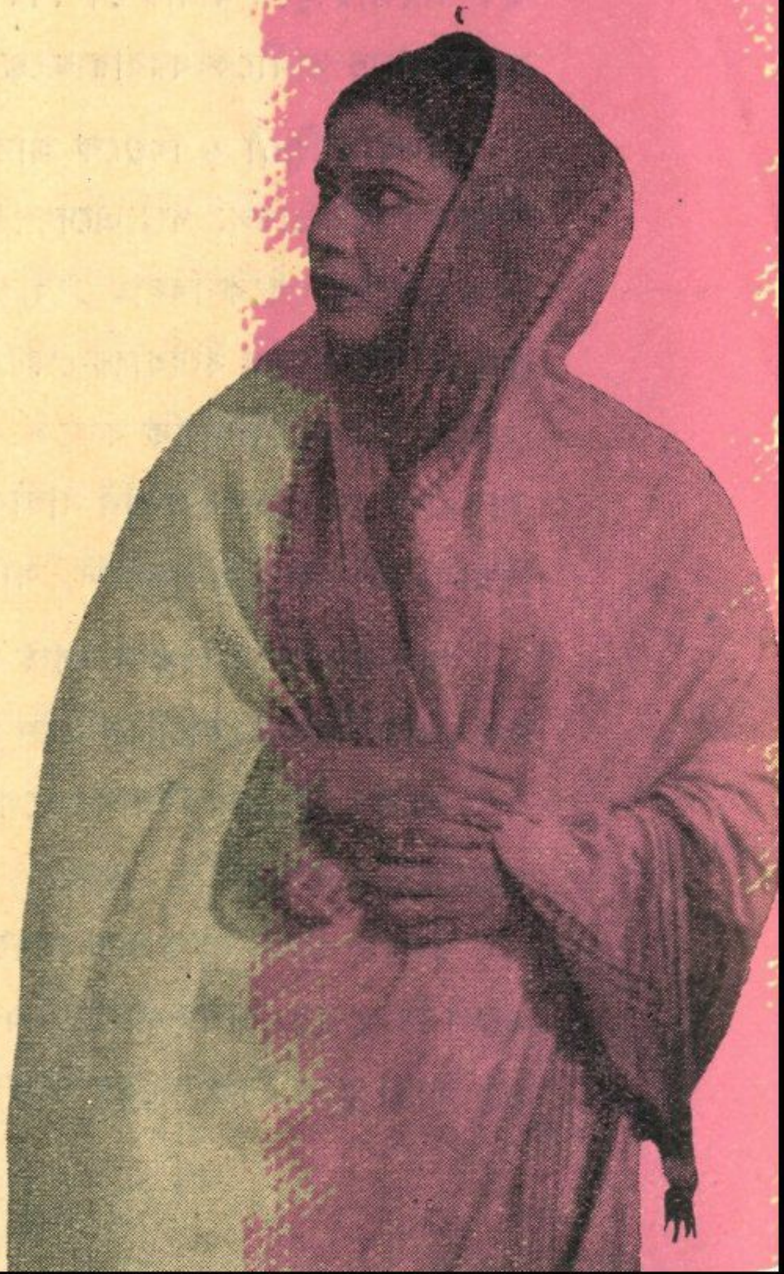

কিন্তু আলাপ ঘন হবার আগেই মামীর সঙ্গে মিন্টুকে চলে যেতে হলো পুরী।...পুরী ফেরৎ এক মহিলার মুখে মামার যে-খবর মামীর কাছে পৌঁছল, তাতে মামী সুস্থির হয়ে থাকতে পারলেন না, হাতে-নাতে স্বামীকে ধরবার জন্যে ছুটলেন পুরী.....

বিশ্বাস গিন্নী ও মিন্টুকে আদর করে নিয়ে গেল 'সিন্ধুতটে' হোটেলের আড়কাটি পুরী ষ্টেসন থেকে। বিশ্বাস গিন্নী ভাবল, 'বাঃ এদেশের লোক তো খুব ভাল। এরকম আতিথেয়তা তো ক'লকাতায় নেই।' কিন্তু হোটেল থেকে বিদায় নেবার সময় মিঃ দত্তর বিল দেখেই বিশ্বায গিন্নী বুঝতে পারলেন আতিথেয়তার রূপ। মিঃ দত্তের ব্যবহারে ক্ষেপে মনে মনে সংকল্প করলেন, লোকটার নাকের ডগায় হোটেল ক'রে দেখিয়ে দেবেন তিনি কি করতে পারেন। কিন্তু বৈরী হলেন, বিশ্বাস মশাই! স্ত্রীলোকে হোটেল করবে, আর সেই হোটেলকে তিনি সাহায্য করবেন; কখনই নয়! কিন্তু স্বামীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে বিশ্বাসগিন্নী হোটেল খুললেন, 'সাগর-বেলায়'!

মুখ-ভার করে বিশ্বাস মশাই যাত্রী ধরবার জন্যে ষ্টেসনে আসেন কিন্তু তাঁর সংগৃহীত যাত্রীদের নিয়ে দত্ত মশাই নিজের হোটেলে এনে তুল্লেন...

দত্তের নীচতায় বিশ্বাস রেগে স্ত্রীকে বলে, হোটেল তুলে দাও, ঐ নোংরা লোকটার সঙ্গে নোংরামির পাল্লা কে দেবে?

বিশ্বাস-গিন্নী কিন্তু অত সহজে পরাজয় স্বীকার করতে রাজী হলেন না···ভাগ্য তাঁর সহায় হলো এলো মিঃ বোস্, সাগর-বেলায় এর প্রথম যাত্রী···এলো একদল তাজা কলেজের ছেলে···বিশ্বাস-গিন্নীর হয়ে তারা তুলে নিল, দত্তের সঙ্গে পাল্লাপাল্লির লড়াই·····

বিপদ হলো মিন্নুকে নিয়ে। এই দুই হোটেলের ঝগড়ার মধ্যে একদিন সমুদ্রের ধারে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পান্নুর···এবং জানতে পারলো, পান্নু হলো তাদের পরম শত্রু মিঃ দত্তেরই একমাত্র উত্তরাধিকারী·····

দুই হোটেলের ঝগড়া যত তীব্র হ'য়ে ওঠে, ততই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে সাগরের নির্জন বালু-বেলায় দুই নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীর বিচিত্র মন-দেওয়া-নেওয়া·····

উদয়-গিরির চূড়ায় যখন তারা শপথ করছে, দুজনে দুজানার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে, তখন বিশ্বাসগিন্নি নিঃশব্দে মিন্নুর বিয়ে তাড়াতাড়ি নিষ্পন্ন করবার আয়োজন করছেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন, এ সমস্ত হলো দত্তের চক্রান্ত, এই ভাবে মিন্নুকে দখল করে দত্ত তাঁর ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়··

কিন্তু দত্তের কাছে তিনি কিছুতেই হার মানবেন না···আজ তাঁর অর্থ হয়েছে, প্রতিষ্ঠা হয়েছে, লেডী চৌধুরীর বিলাত-ফেরৎ ছেলে যেচে তাঁর মিন্নুকে বিয়ে করতে চাইছে, সেখানে সাইকেল-মিস্ত্রী পান্নুর হাতে তিনি কিছুতেই মিন্নুকে সমর্পণ করতে পারেন না·····

একমাত্র তাঁর অসুবিধা, তাঁর স্বামী আজ তাঁর সব চেয়ে বড় বাধা···তাঁকে ছোট করবার জন্যেই আজ বিশ্বাস স্বাবলম্বী হ'য়েছে লণ্ড্রির দোকান করেছে···!

ব্যর্থ রাগে বিশ্বাসগিন্নী চীৎকার করে ওঠেন, ঐ লণ্ড্রি আমি পুড়িয়ে দেবো·· আমি দেখবো শেষ পর্য্যন্ত···

আপনারা দেখুন ছবিতে শেষ-পর্য্যন্ত কি দাঁড়ালো।

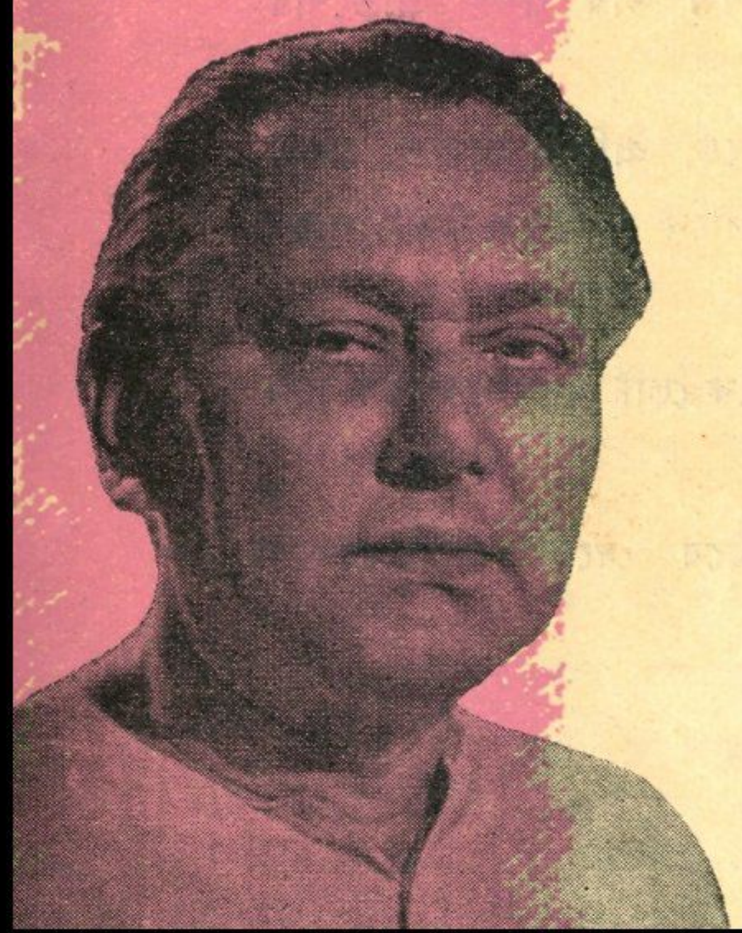

সঙ্গীত

(১)

কেন দুরে থাকো, শুধু আড়ালে রাখো,
কে তুমি আমায় ডাকো ?

মনে হয় তবু বারে বারে
এই বুঝি এলে মোর দ্বারে—
সে মধুর স্বপ্ন ভেঙ্গোনাকো।

ভাবে মাধবী সুরভী তার বিলায়ে,
যাবে মধূপের সুরে সুরে মিলায়ে,

তোমারই ধেয়ানে ক্ষণে ক্ষণে,
কত কথা জাগে মোর মনে—
চোখে মোর ফাগুণের ছবিটি আঁকো।

(২)

আমরা বাঁধন ছেড়াব জয়গানে,
নির্ম্মম নির্ভীক উদ্দাম উচ্ছল আমরা
নেইতো পিছিয়ে যাবার ভয় প্রাণে—
দুরন্ত দুর্ম্মদ দুর্ব্বার উচ্ছল আমরা।

দুঃসাহসের নেশা
এই যে প্রাণে মেশা
হারিয়ে যেতেই জানি,
বাঁধন নাহি মানি—
দুর্জ্জয় নির্ভয় চঞ্চল আমরা।

অজানারই ডাকে,
ঘরে কি মন থাকে ?
চলার নেশায় মাতি,
পথ আমাদের সাথী—
সুন্দর শাশ্বতঃ নির্ম্মল আমরা ॥

(৩)

এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না 'তো' মন
কাছে যাব কবে পাব, ওগো তোমার নিমন্ত্রণ
যুথি বনে ঐ হাওয়া
করে শুধু আসা যাওয়া
হায় হায়রে দিন যায়রে ভরে আঁধারে ভুবন
কাছে যাব কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।

শুধু ঝরে ঝরঝর আজ বারি সারাদিন
আজ যেন মেঘে মেঘে হ'লো মন যে উদাসীন।
আজ আমি ক্ষণে ক্ষণে
কি যে ভাবি আনমনে
তুমি আসবে ওগো হাসবে, কবে হবে সে মিলন,
কাছে যাব কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।

(৪)

এই বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু
একটি সে নাম
আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে
তারে যেন মুছিয়া দিলাম।

কেন তবু বারে বারে ভুলে যাই
আর মোর কিছু নাই
ভুলের এ বালুচরে যে বাসর বাধা হোল
জানি তার নেই কোন দাম।

এই সাগরেরই কত রূপ দেখেছি
কখন শান্তরূপে, কখন অশান্ত সে
আমি শুধু চেয়ে চেয়ে থেকেছি।
মনে হয় এ'তো নয় বালুচর
আশা তাই বাঁধে ঘর
দাঁড়ায়ে একেলা শুধু ঢেউ আর ঢেউ গুনি
এ গোনার নেইযে বিরাম।
আজ সব কিছু দিয়ে, আমি জানিনাতো
কি যে নিলাম॥

(৫)

যেদিন সঞ্জুবেলে
মহানদী কোলরে
যাইথেলি বুলিবাকুঁ
তম্ সঙ্গরে।

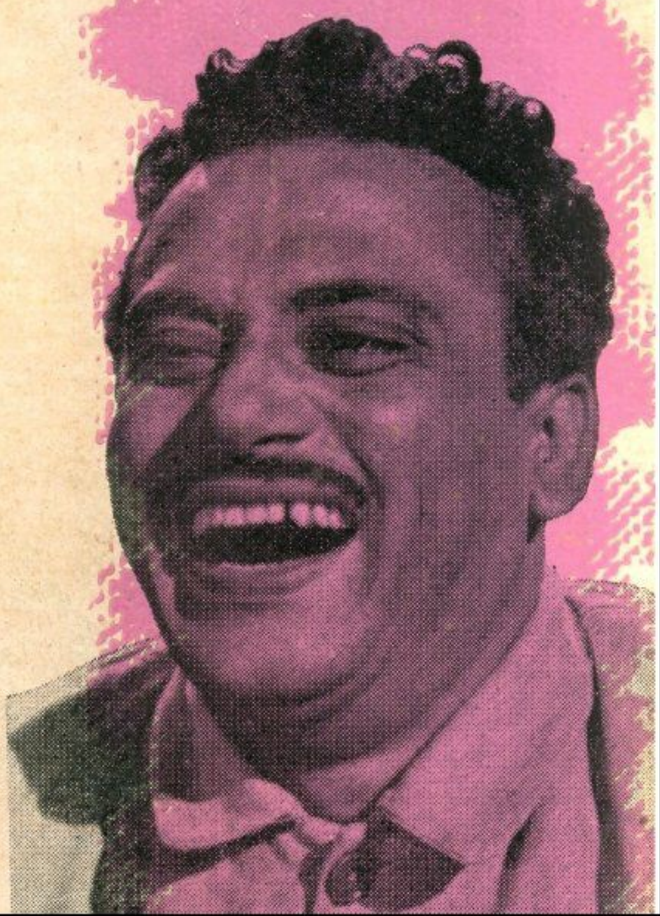

প্রতিভা বসুর বিখ্যাত উপন্যাস

অতল জলের আহ্বান

প্রস্তুতির পথে

চিত্রনাট্য

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আর. ডি. বি কোম্পানীর পক্ষ থেকে প্রচার পরিচালক বিমল দে কর্তৃক সম্পাদিত এবং লোটাস সিনেমা বিল্ডিং হতে প্রকাশিত। ন্যাশানাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

প্রযোজনা ও পরিবেশনা —
আর. ডি. বি এণ্ড কোং